গাংনীতে পাওনা টাকা চাওয়া নিয়ে সংঘর্ষ,আহত ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের তিনজন আহত হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে সখের ব্যাবহৃত মোটরসাইকেল ও ঘরে থাকা আসবাবপত্র। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের মৃত ফজলু শাহ-র ছেলে জীবনের কাছে টাকা পায় ওই গ্রামের রবি। আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে রবি তার পাওনা টাকা চাইতে গেলে জীবনের সাথে বাক-বিতন্ডা শুরু হয়।

এসময় জীবন ও শীলন দুই ভাই রবির উপর দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে আহত করে।

এ ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে রবির পক্ষের লোকজন পাল্টা হামলা চালিয়ে জীবনের মোটরসাইকেল ও ঘরের আসবাব পত্র ভাঙচুর করে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে পুলিশ।

এতে উভয় পক্ষের আহত হয়েছে তিনজন ৷ আহত রবিকে উদ্ধার করে চিকিৎসা জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় মহাসড়কে ট্রাক থামিয়ে ডাকাতি, আহত ৩

কুষ্টিয়ার ইবি থানার শান্তিডাঙ্গা এলাকায় চলন্ত পিকআপ চালকের চোখে মুখে মরিচের গুড়া ছিটিয়ে পাঁচটি গরু ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে দশটার দিকে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ডাকাতির এ ঘটনা ঘটে।

ডাকাতদের বেধড়ক মারপিটে বাবা ছেলেসহ ৩ জন আহত হয়েছে। তাদেরকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলেন, নওগাঁ জেলার ধামইরহাট থানার চানকুড়ি এলাকার আব্দুর রহিম (৫৫), তার ছেলে রেজওয়ান (২৩) ও পিকআপ চালক মুকুল হোসেন (৪০)।

আহতরা ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আব্দুর রহিম ও তার ছেলে রেজওয়ান গরু ব্যবসায়ী। তারা শনিবার জয়পুরহাটে গরু বিক্রি করেন। গরু ক্রেতার বাড়ি যশোরে। গরুগুলো যশোরে পৌঁছে দিতে একটি পিকআপ ভ্যানে করে রওনা দেন তারা।

কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের শান্তিডাঙ্গা এলাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে কয়েকজন ব্যক্তি পিকআপের চালককে লক্ষ্য করে মরিচের গুড়া ছুড়ে মারে। এতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থেমে যান। এর পরপরই ৮-৯ জনের সংঘবদ্ধ ডাকাত তাদের মারপিট করে এবং অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে পিকআপ ভ্যান থেকে গরুগুলো নামিয়ে তাদের ট্রাকে তুলে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত চলে যায়। পিকআপে ৫টি গরু ছিল যার দাম প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রেজওয়ান বলেন, আহত অবস্থায় তারা সড়কে পড়ে ছিলেন। খবর পেয়ে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

দামুড়হুদায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় চালক নিহত আহত -৩

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঠালতলা নামক স্থানে মোটরসাইকেলের সাথে পথচারিকে ধাক্কা মেরে মোটরসাইকেল চালক বাদশা নামের একজন

নিহত হয়েছে। নিহত বাদশা (২৭) চুয়াডাঙ্গা আলোকদিয়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে ও আহত আলাউদ্দিন (৩৫) জয়রামপুর হাজীপাড়ার মৃত হাশেমের ছেলে, সোহান(১৮) পিতা আক্তার হোসেন আলোকদিয়া চকপাড়ার ও এখলাছ উদ্দীন (২৩) একই গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে। আজ রাত ৯ টার দিকে কাঠালতলা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলোকদিয়া চকপারার সাইফুল ইসলামের ছেলে বাদশা, সোহান ও নাসির ছেলে এখলাছ একটি অ্যাপাচি ফোর ভি মোটরসাইকেল(যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর চুয়াডাঙ্গা – ল, ১২- ৮৫৩৯) দর্শনা দিক থেকে আসার পথে জয়রামপুর কাঠালতলা নামক স্থানে পৌঁছালে জয়রামপুর গ্রামের মৃত হাশেম আলীর ছেলে আলাউদ্দিন রাস্তা পার হওয়ার সময় সরাসরি ধাক্কা মারে। এতে চারজন রক্তাক্ত জখম হয়ে মেইন রাস্তায় ছিটকে পড়ে।

পরে স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কতব্যরত চিকিৎসক আলোকদিয়া চকপাড়ার সাইফুল ইসলামের ছেলে বাদশাকে মৃত ঘোষণা করে। অপরদিকে আলাউদ্দিন, সোহান ও এখলাছকে ভর্তি করে। আলাউদ্দিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রাজশাহী রেফার্ড করা হয়। দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ খবর পেয়ে মোটরসাইকেলটি থানা হেফাজতে নেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই বাকী বিল্লাহ সততা নিশ্চিত করে জানান কাঠালতলা নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছে এবং তিনজন আহত হয়েছে নিহতর মোটরসাইকেলটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। কেউ কোন অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে মোটরসাইকেল পাখিভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ৩

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা মুজিবনগর সড়কে মোটরসাইকেল পাখিভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে মোটরসাইকেল চালক পায়েল

হোসেন (৩৮)ও রাকিব হোসেন (২০) ভ্যান চালক হযরত আলী (৪৫) গুরুতর আহত হয়েছে। এদের মধ্যে পায়েল হোসেনের এক হাতের কব্জি বিছিন্ন হয়ে গেছে ও এক পা ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে।

জানাগেছে গতকাল বুধবার রাত ১০ টার দিকে দর্শনা মুজিবনগর সড়কের কেরুজ মিল গেটের সামনে এ দৃর্ঘটনা ঘটে। আহত পায়েল হাসান দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর কুতুবপুর গ্রামের নায়েব আলীর ছেলে। মোটরসাইকেলে থাকা চুয়াডাঙ্গার গাইদঘাট গ্রামের সদর আলীর ছেলে রাকিব হোসেন গুরতর আহত হয়েছে।

এদেরকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে আশংকা অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষসুত্রে জানাযায় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল হোন্ডা ১৫০ সিসির যার নং চুয়াডাঙ্গা ল-১১-০৭৯১ দর্শনা শহরের দিক থেকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। এসময় পাখিভ্যান দর্শনা কেরুজ ১নং মিল গেট দিয়ে মহাসড়কে উঠছিলো দ্রতগতির মোটরসাইকেলটি সরাসরি পাখিভ্যানের ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দিলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ওসি তদন্ত নিরব হোসেন বলেন, মটরসাইকেল ও পাখিভ্যান দুইটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে আহত দুজনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনীতে ট্রলির সাথে যাত্রীবাহি বাসের ধাক্কায় আহত ৩

মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের চোখতোলা নামক স্থানে মাটিবাহি ট্রলির সাথে যাত্রীবাহি একটি বাসের ধাক্কায় ট্রলি চালকসহ তিনজন আহত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে এঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার শিমলতলা গ্রামের একতার হোসেনের ছেলে জলি (৩৫)। বাদিয়া পাড়া গ্রামের বুলবুল হোসেনের ছেলে আব্দুর

ছাত্তার (২৮)। এছাড়াও মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামের বাসিন্দা ট্রলির ড্রাইভার বাবু মিয়া (৩০) আহত হয়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স ভর্তি করেছে। বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।

স্থানীয়রা জানান, মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়ক সংস্কারের কাজ চলছে এসময় ট্রলি করে মাটি রাস্তার ধারে ফেলার সময় যাত্রীবাহি বাস ধাক্কা দিলে ট্রলি খাদে পড়ে ড্রাইভারসহ শ্রমিক আহত হয়েছে।

এ বাপারে গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম সড়ক দৃর্ঘটনায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দর্শনার মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষ নিহত ১, আহত ৩

চুয়াডাঙ্গা সদরের দোস্ত গ্রামে মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে বাইসাইকেল চালক রহমতুল্লাহ(৬৫) ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছে মোটরসাইকেল চালকসহ ৩ জন।

জানাযায় আজ মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের বাজার সংলগ্ন তালতলা নামক স্থানে এ দৃর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষসুত্রে জানাযায় মোটরসাইকেল যোগে হিজলগাড়ি থেকে দর্শনার দিকে আসার পথে দোস্ত গ্রাম সংলগ্ন তালতলা নামক স্থানে পৌঁছালে বাইসাইকেলের পিছনে দ্রতগতির মোটরসাইকেল স্বজরে ধাক্কা মারলে সাইকেল চালক পিচ রাস্তার উপর সিটকে পড়ে। এতে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয় কুন্দিপুর গ্রামের মৃত্য ছলিম শেখের ছেলে রহমতুল্লা(৬৫)।

এতে গুরুতর আহত হয় মোটরসাইকেল চালক দর্শনা মোহাম্মদপুর গ্রামের বারেক হাওলাদারের ছেলে ইসলাম হাওলাদার (৩৫),একই পাড়ার সুকুমার

আলীর ছেলে লিটন(২৮)ও আজমপুর গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে অন্তর(২৫) সাথে সাথে তাদের ৩ জনকে উদ্ধার করে দর্শনা মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের ৩ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেছে। বাকী ২ জন প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরছেন।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বিপ্লব কুমারসাহা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন সাথে সাথে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠায় এবং লাশ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে তার দুই সন্তান এসে বলে আমরা কোন অভিযোগ করবো না। পরে তার পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করে দিয়েছি। দূর্ঘটনা কবলিত মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল হিজলগাড়ি ক্যাম্প হেফাজতে আছে। এ বিষয়ে দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্য মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার মোচাইনগরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩

আলমডাঙ্গার মোচাইনগরে বিবাদমান সেচ পাম্পে পানি দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের মোচাইনগর গ্রামে এ ঘটনায় আহত তিনজনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী ইউনিয়নের ওই ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রাজা মিয়া সংঘর্ষের এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার মোচাই নগর গ্রামের ইয়াহিয়া ও বাদলের মধ্যে একটি সেচপাম্পে পানি দেওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। ওই সেচপাম্পের মালিক বাদল। ইয়াহিয়া দীর্ঘদিন বিভিন্ন ফসলের খেতে পানি দেবার জন্য সেচপাম্পে কাজ করতেন। ইয়াহিয়া নিয়মিত জমির খেতে পানি না দেওয়ায় সেচপাম্প মালিক বাদল তার নিকট থেকে চাবি কেড়ে নেয়। শুক্রবার সকালে সেচ পাম্পে ইয়াহিয়া

তার জমিতে পানি নিতে গেলে বাদলের সাথে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে উভয় পক্ষ ধারালো দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে মৃত আবদাল মন্ডলের ছেলে ইয়াহিয়া (৬০), খোকন (৪০), ইয়াহিয়ার ছেলে ইসমাইল
(৪৫) গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, এখনো কোন অভিযোগ পাইনি। যদি কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়,তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষ নিহত ১: আহত ৩ জন

ফুটবল খেলা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটেছে। ওই ঘটনায় ১ জন নিহত আর ৩ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার বিকেলে মহেশপুরের আলমপুর ৪ নম্বর স্কুল মাঠের এ ঘটনা। বর্তমানে আহত দুই জন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মৃত হানিফ মন্ডলের চাচা সুমন হোসেন বলেন, শুক্রবার বিকেলে মহেশপুরের আলমপুর ৪ নম্বর স্কুল মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছিল। খেলা নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়েন দর্শকদের দুটি পক্ষ। এরপর মারামারি ঘটনা ঘটে। ওই মারামিতে মারা গেছে আমার ভাইপো হানিফ মন্ডল (৩০)। সে মহেশপুরের আলমপুর ৪ নম্বরের রফিকুল ইসলামের ছেলে।

এছাড়া আহত হচ্ছেন,ওই গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে শফিকুল ইসলাম (৩৫),মোকবুল ইসলামের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৭),শফিকুল ইসলামের ছেলে মতিয়ার রহমান(৩৫)।

মৃত হানিফ মন্ডল আলমপুর ৬ ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি বলে জানা গেছে। পারিবারিক জীবনে তিনি ২ সন্তানের জনক। বর্তমানে তাঁর মৃত দেহ কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পড়ে রয়েছে। আর আহতদের মধ্যে দুই জন চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তারুনী পাশা বলেন, হানিফকে আমরা মৃত অবস্থায় পেয়েছি। এ ছাড়া আহত অবস্থায় পেয়েছি ৩ জনকে। এদের মধ্যে ২ জনকে চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। আরেক জন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাজ্জাদ হোসেন বলেন,ঘটনা শুনে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসছিলাম। এসে দেখি ফুটবল খেলা নিয়ে মারামারিতে হানিফ নামে একজন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন ৩ জন। আমরা মৃত দেহের সুরতহাল করেছি। ময়না তদন্তের জন্য ও পাঠাব। তবে তাদের বাড়ি মহেশপুর থানায় হওয়ায় মামলা হবে ওই থানায়।

মুজিবনগরের গোপীনাথপুরে প্রবাসীর বাড়িতে হামলা; আহত ৩

মুজিবনগরের গোপীনাথপুর গ্রামের প্রবাসী ফিরাতুল ইসলামের বাড়িতে গত ৬/৬/২০২৩ রাত ১০ টার সময় সদল বলে হামলা চালিয়েছে একই গ্রামের কয়েকজন দুর্বৃত্ত বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে একই দিনে সন্ধ্যারাত্রে কথা কাটাকাটির জের ধরে এই হামলার ঘটনাটি ঘটনো হয়েছে। হামলার সময় তারা নিজেদেরকে ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে দাবি করে। তবে এ বিষয়ে স্থানীয় মেম্বার আব্দুস সাত্তারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন তারা কোনোভাবেই ছাত্রলীগের কর্মী নয় বরং একটি উশৃংখল শ্রেণীবিশেষ।।

প্রবাসী ফিরাতুলের বাড়িতে প্রবেশ করে এই হামলার নেতৃত্ব দেয় গোপীনাথপুর গ্রামের লিটন ঢিকি র ছেলে জাহিদ, লিজ্জূর ছেলে লিজন, শাজাহান ঢিকির ছেলে সাহাজুল ,ফরজ উদ্দিনের ছেলে সোহাগ।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় তুহিন নামে একজন বাদী হয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে বাড়িতে প্রবেশ করে তারা বাড়ির বিভিন্ন আসবাবপত্র সহ অন্যান্য উপকরণ ভাঙচুর করে। বাদী তুহিনকে লাঠি ও রড দ্বারা মারধর করে, তার মাকে মারধর করে এবং তার বোন দুই মাসের গর্ভবতী সন্ধাকেও লাথি মারে। এতে তারা

মারাত্মকভাবে আহত হয়।

অন্যদিকে পাল্টাপাল্টি থানায় অভিযোগ করেছে বলে জানা গেছে অভিযুক্তরা।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদি রাসেল বলেন গোপিনাথপুরের মারামারির বিষয়ে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গাংনীতে বাবার কবর নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব; আহত-৩

বাবার কবর নিজ সীমানায় রাখতে দুই ভায়ের মধ্যে বিরোধের জের ধরে একই পরিবারের তিন জনকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে প্রতিপক্ষরা। আজ রবিবার (৪ জুন) দুপুরের দিকে এই ঘটনা ঘটেছে গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামে।

আহতরা হলেন, আব্দুল জলিল (৬৫) স্ত্রী পারুলা খাতুন (৫৭) ও ছেলে পারভেজ হোসেন (৩০)। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

আহত পারভেজ জানান, দাদা ও দাদীর কবর আমাদের জমির মধ্যে আছে। আমার চাচা দাদা দাদীর কবরটি নিজেদের দখলে নিতে চাই। আমরা দাদা ও দাদীর কবরটি আমাদের ভাগে রেখে তাদের অন্য জমি দিতে চাইলে তারাও কবর তাদের মধ্যে রাখতে চাই। এনিয়ে চাচা আহারুলের সাথে আমার বাবা আব্দুল জলিলের বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে আমার চাচা আহারুল ও তার ছেলে রিপন হোসেন আমার উপর হামলা চালায়। তারা ইট ও কোদাল দিয়ে আমাদের তিনজনকে মারধর করে চলে যায়।
এঘটনায় মামলা করা হবে বলে জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সরের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎক ফারুক হোসেন জানান, আহত আব্দুল জলিলের মাথায় সেলাই হয়েছে এবং বাকীদের শরীরে ফোলা জখম হয়েছে। তাদের ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া

□□□□□□